OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 639 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 639 - 644
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সাংখ্যকারিকা'র আলোকে মুক্তির ধারণা : একটি অন্বেষণ

সেখ মনিরুল
সহ শিক্ষক, আঝাপুর হাইস্কুল
Email ID: monirulsk5094@gmail.com
0009-0001-6948-7510

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
দুঃখ, বিবেকখ্যাতি, আত্যন্তিক, প্রতিকূলবেদনীয়, পুরুষ, মূলপ্রকৃতি, বুদ্ধি, অপরিশেষম্, সূক্ষ্মশরীর, দৈবযোনি।

Abstract

সাংখ্যদর্শন একটি সর্বপ্রাচীন ভারতীয় দর্শনতন্ত্র বলে প্রসিদ্ধ। 'আদিবিদ্বান' নামে খ্যাত কপিলমুনি সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাপক। এই দর্শনের প্রথম গ্রন্থ কপিলমুনি রচিত সাংখ্যসূত্র অধুনা লুপ্ত। ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, কঠ, মৈত্রায়ণী উপনিষদে, এমনকি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, মহাভারত, ভগবদগীতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, চরকসংহিতা, ন্যায়, বৌদ্ধ, জৈন শাস্ত্রেও, অর্থাৎ, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ সর্বত্রই সাংখ্য প্রত্যয় ও মতের তালাশ পাওয়া যায়। বিশেষ করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্য অঙ্গীকৃত প্রকৃতি, পুরুষ ও কৈবল্যের কথন - এর প্রাচীনত্বের নিদর্শন ও প্রমাণ। কথিত আছে যে, মহর্ষি কপিল তার শিষ্য আসুরিকে প্রথম, আসুরি তার শিষ্য পঞ্চশিখকে, পঞ্চশিখ আবার তার শিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণকে এই দর্শন শিক্ষা অর্পণ (দান) করেন। এইভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিশ্ব দরবারে সাংখ্যদর্শন ও সাংখ্যতত্ত্বাদির বৃদ্ধি, সঞ্চারণ ও বিবর্তন ঘটে। মানুষের জীবনে সবথেকে তীব্র ও কষ্টকর অনুভূতি হল দুঃখের অনুভূতি। দুঃখানুভূতির জন্যই দুঃখ থেকে মুক্তি সম্বন্ধে মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে। আর এজন্যই, সর্বপ্রাচীন এই সাংখ্যদর্শন ভারতীয় দর্শন মহলে মুক্তির বিজ্ঞান (মোক্ষশাস্ত্র) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাংখ্য মতে, মুক্তি হল দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী মুক্তি বা চিরমুক্তি এবং এটি বিবেকজ্ঞান এর মারফৎ ধীরে ধীরে অর্জন করা যেতে পারে। ঈশ্বরকৃষ্ণের রচিত সাংখ্যকারিকা - বর্তমানে কপিলমুনির শিক্ষার প্রথম পদ্ধতিগত একটি উপস্থাপনা, উত্তরাধিকারসূত্রে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত ঐতিহ্য মুক্তির দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছে বলে মনে হয় - মুক্তি ও কৈবল্য। এই নিবন্ধে, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ও এর টীকাসমূহের উপর ভিত্তি করে মুক্তির ধারণা এবং কীভাবে মুক্তির ঐ দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, তা অন্বেষণ করা হবে।

Discussion

জীবন হল সুখ দুঃখের মিলিত ফল। জীবন যেমন খাঁটি বা ভেজালরহিত দুঃখের নয়, তেমনি খাঁটি বা ভেজালরহিত সুখেরও নয়। তবে, জীবন সুখ-দুঃখ উভয়ের মিশ্রণ হলেও জীবনে সুখের থেকে দুঃখের, লাভের থেকে ক্ষতির, সফলতার থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 639 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিফলতার মাত্রা অনেক বেশি। কোন কোন প্রাণী খুব সামান্য পরিমাণ দুঃখকে পরিহার করতে পারলেও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হতে পারে না। এজন্য সাংখ্যাচার্যগণ ঘোষণা করেন যে, জীবন দুঃখময়। মুক্তির বিজ্ঞান হিসেবে সাংখ্যদর্শন দুঃখভোগী ব্যক্তি মানব ও অ-মানব সমস্ত প্রাণীর মুক্তিকে গুরুত্ব দেয়। সব মানুষের দুঃখানুভূতির অভিজ্ঞতা আবার এক নয়। সাধারণ মানুষ তাদের বর্তমান দুঃখ নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু একজন দার্শনিক সকল মানুষের ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য দুঃখ নিয়ে অনেক বেশি উতলা। সাংখ্য আচার্যগণ বিশ্বাস করেন যে, যতক্ষণ না দুঃখের উৎসমূল বোঝা না যায় এবং এই ধরনের দুঃখানুভূতির গ্রাস থেকে মুক্তির যথার্থ পথ বা উপায়ের খোঁজ না মিলে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত প্রকার দুঃখানুভূতির কবল থেকে সকল মানুষের সম্পূর্ণ (ঐকান্তিক) ও স্থায়ী (অত্যান্তিক) মুক্তি হতে পারে না।

সাংখ্য মতে পুরুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম যে, সে প্রধান ও মূলপ্রকৃতির থেকে পৃথক। তাদের মধ্যে এই ফারাক উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই পুরুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখের কবলে পতিত হয়। সাংখ্য মতে, 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ (দুঃখানাং ত্রয়ং আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকরূপং)[১] দুঃখ ত্রিবিধ – আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধি-ব্যাধি থেকে উদ্ভূত দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। কাম, ক্রোধাদির ফলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে আধি (মানসিক দুঃখ) এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্যবশত যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে ব্যাধি (শারীরিক দুঃখ) বলে। ভূতকে অবলম্বন করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। আধিভৌতিক দুঃখ মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদির জন্য হয়। দৈবকে অবলম্বন করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। আধিদৈবিক দুঃখ যক্ষ, রাক্ষস কিন্নর ইত্যাদির আবেশজন্য হয়। পুরুষ এই ত্রিবিধ দুঃখকে আপন মনে করে ভুল বিবেচনা করে। আর তখনই সূচনা হয় পুরুষের বন্ধন দশার এবং পুরুষ নিজেকে বদ্ধ মনে করে। যেহেতু দুঃখ পুরুষের জন্য একটি বিকর্ষণীয় বস্তু (প্রতিকূলবেদনীয়) সেহেতু দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুরুষের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। আর তখন পুরুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন উপায় প্রয়োগ করে। সে বুঝতে পারে যে ওষুধ সেবনে রোগাদি জনিত দুঃখ থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ওষুধ সেবনে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সুষুপ্তিতে যে দুঃখের নিবৃত্তি, তাও আত্যন্তিক নয়। পুনর্জাগরণে পুনরায় সেই দুঃখভোগ শুরু হয়। সুতরাং, যাগাদি ক্রিয়া এবং সুকর সাধারণ বা লৌকিক উপায়ের মারফৎ দুঃখ থেকে পরিপূর্ণ (ঐকান্তিক) এবং চিরস্থায়ী (আত্যন্তিক) মুক্তি লাভ করা যায় না। একমাত্র সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞান) মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করা যায়। পুরুষের মধ্যে যখন কৈবল্যের আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন সে বুদ্ধির সাথে তার আভিমানিক সম্বন্ধ দ্বারা উৎপন্ন ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্ত হতে চায়।

প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান (সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি) (যাকে বিবেকখ্যাতিও বলা হয়) ত্রিবিধ দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে। যদিও মহৎ বা বুদ্ধি হল প্রকৃতির পরিণাম এবং বিবেকজ্ঞান হল মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম, তথাপি পুরুষের কৈবল্য প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ হল বিবেকখ্যাতি। সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাকারগণ বিবেকজ্ঞানের প্রকৃতিকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করেছেন বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, গৌড়পাদ অনুসারে, এটি হল পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান। আবার বাচস্পতির কাছে, এটি হল ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ এর ভেদজ্ঞানের উপলব্ধি। কিন্তু সকল ব্যাখ্যাকারই সত্তার একই অবস্থার বিভিন্ন দিকের নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সাংখ্য আচার্যগন (ক) অব্যক্ত, মূলপ্রকৃতি অথবা প্রধান (অচেতনের অপ্রকাশিত অবস্থা), (খ) ব্যক্ত (অচেতনের প্রকাশিত অবস্থা) এবং (গ) জ্ঞ অথবা পুরুষ (চেতনসত্তা) এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অচেতনের ২৩টি তত্ত্ব ব্যক্তের অন্তর্গত। যেমন - মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় (মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়), পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত। উক্ত তিনটি মৌলিক তত্ত্বের (ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ) বিবেকজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানই সর্বদা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ - এই তিনটির অবিবেক বা অভেদজ্ঞানই পুরুষের সকল প্রকার বন্ধনজনিত দুঃখের হেতু।

যখন দুঃখ সুপ্তরূপে তার নিজ উপাদান কারন বুদ্ধিতে অবস্থান করে তখন তা প্রতিকূলবেদনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করে না। এটি প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রতিকূলবেদনীয়রূপে দেখা দেয়। দুঃখকে সবাই পরিত্যাগ করতে চায়। বাচস্পতির মতে, "দুঃখং রজঃ পরিণামভেদঃ,"[২] অর্থাৎ দুঃখ রজঃগুণের পরিণাম বিশেষ। রজঃগুনের পরিণাম বিশেষ হওয়ায় দুঃখ স্বরূপত রজঃগুণ। রজগুন নিত্য হওয়ায় দুঃখকেও স্বরূপত নিত্য বলতে হয়। নিত্য বস্তুর নাশ হয় না, ফলে দুঃখেরও নাশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 639 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অসম্ভব। তবে দুঃখরূপে পরিণাম প্রাপ্ত রজঃগুণ পুনরায় তার সূক্ষ্ম অবস্থা রজঃগুনে অভিভূত হতে পারে। অতএব দুঃখের নাশ সম্ভব না হলেও দুঃখের অভিভব সম্ভব। যুক্তিদীপিকা অনুসারে, দুঃখ যেহেতু কার্যশক্তি সেহেতু তাকে প্রধান থেকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং প্রধানের সঙ্গে পুরুষের সংযোগ যখন ছিন্ন হয় তখনই পুরুষের মুক্তি প্রাপ্তি ঘাটে। পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ এবং মুক্ত। তাই সে কখনো আনন্দ (সুখ-দুঃখ), শীতলতা - উষ্ণতা ইত্যাদি অনুভব করে না। যেহেতু পুরুষ ত্রিগুণের বিপরীত তাই তার কৈবল্যও স্বতঃস্ফূর্ত ও শাশ্বত। বাচস্পতির মতে, কৈবল্য মানে 'আত্যন্তিক দুঃখত্রয়াভাব'। তার মানে, পুরুষের মধ্যে ত্রিগুণের বিপরীতধর্ম থাকায় পুরুষ নিজেই কৈবল্য। যদি তাই হয়, তাহলে বাচস্পতি কীভাবে বলেন যে, পুরুষ তার কৈবল্যর জন্য প্রধানের উপর নির্ভরশীল? কীভাবে একটি নিত্যতত্ত্ব তার কৈবল্যের জন্য অপর একটি নিত্য তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে?

উক্ত জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি প্রসঙ্গে বাচস্পতি উত্তরে বলেছেন- পুরুষ স্বভাবগতভাবেই চিরশুদ্ধ, চিরবুদ্ধ ও চিরমুক্ত পুরুষ অজ ও অপরিণামী। সুতরাং যা স্বভাবগতভাবেই চিরমুক্ত তার বন্ধন ও কৈবল্য অবান্তর। তাই বাচস্পতি বলেছেন, 'অদ্ধা ন কশ্চিৎ পুরুষো বধ্যতে, ন কশ্চিৎ সংসরতি, ন কশ্চিন্মুচ্যতে',[৩] অর্থাৎ বস্তুত পুরুষের কখনো বন্ধন নাই, সংসার নাই, এমনকি কখনো মুক্তিও নাই। বন্ধন, সংসার, মুক্তি সবই প্রকৃতির। এগুলি পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। অর্থাৎ এগুলি পুরুষের ঔপচারিক পুরুষের কাছে প্রধান হল ভোগ্যবস্তু। সত্ত্বরজস্তমোগুণোদ্ভূত সুখ-দুঃখাদি অচেতন প্রধানের ধর্ম। চেতন পুরুষ প্রধানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু, অনাদি কাল থেকে অজ্ঞানতাবশত পুরুষ নিজেকে প্রধানের (মূলপ্রকৃতি) সাথে অভিন্ন মনে করে। এই অভিন্নতাবোধের জন্য দায়ী পুরুষ প্রকৃতির মধ্যস্থ আভিমানিক সম্বন্ধ, যা তাদের ভেদজ্ঞানের উপলব্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বাচস্পতির মতে, আভিমানিক সম্বন্ধের কারণে সান্নিধ্যবশত চেতন পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং ফলত বুদ্ধি তার সুখ-দুঃখাদি ধর্মকে প্রতিবিম্বিত পুরুষে আরোপ করে। এই আভিমানিক সম্বন্ধের ফলে পুরুষ সুখ-দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মনে করে। সুতরাং সুখ-দুঃখাদির এই উপচার পুরুষের অবিবেক প্রসূত ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ভ্রমবশত পুরুষ নিজেকে কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি বলে মনে করে দুঃখে জর্জরিত হয়। কিন্তু পুরুষের উপাদান প্রবণতাই তাকে বুদ্ধির সান্নিধ্যজনিত সম্পর্কের মারফৎ উদ্ভূত ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। বাচস্পতি আরো বলেন, সংযোগ যা বন্ধনের জন্য দায়ী, তা কৈবল্যের জন্য দায়ী নয় এবং অনাদিকাল থেকে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে একাধিক সংযোগ ঘটে চলেছে।

আবার, যুক্তিদীপিকা অনুসারে, পুরুষ চিরমুক্ত, পুরুষের ক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এটি প্রকৃতির ক্ষেত্রেই সম্ভব। পুরুষের কৈবল্যের জন্য প্রকৃতির মধ্যেই একটি উপাদানের তাগিদ বা প্রবৃত্তি রয়েছে। কারিকা - ৪৪ অনুসারে, 'জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ'।[৪] এর থেকে একথাই নিঃসৃত হয় যে, বন্ধনের কারন হল অজ্ঞানতা। আর অজ্ঞানতা দূর করা যায় শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারা। তাই শুধুমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই পরম পুরুষার্থ অপবর্গ বা মোক্ষলাভ করা যেতে পারে (জ্ঞানেন চ অপবর্গঃ)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তত্ত্বকৌমুদী এবং জয়মঙ্গলা উভয়ই টীকা অনুসারে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানের উপলব্ধি 'জ্ঞান' দ্বারাই সম্ভব। জ্ঞান ব্যতীত ধর্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি কোন স্বভাব দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় না। বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য কাজ (সৃষ্টি) করে। কারিকা-৫৭ তে বলা হয়েছে, ঠিক যেমন বাছুরের বৃদ্ধির জন্য অচেতন দুধের (গাভীর স্তন থেকে নিঃসৃত হবার) প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির জন্য অচেতন প্রধানেরও প্রবৃত্তি(সৃষ্টির) হয়ে থাকে। উপকারিনী, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি নানাবিধ উপায় দ্বারা অত্রিগুণ, অনুপকারী সৎস্বরূপ পুরুষের প্রয়োজন, ভোগ ও অপবর্গের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ (সৃষ্টি) করে। এরপর প্রকৃতির মুখ্য কর্তব্য হল ভোগ করানো এবং তারপর প্রকৃতি আর সেই পুরুষকে প্রভাবিত করে না। একইভাবে, পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিকে দর্শন করার একটি তাগিদও থাকে। তবে, পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করার সাথে সাথেই পুরুষ ও প্রধানের মধ্যে সংযোগের নাশ হয়। তখন সত্ত্বঃগুণ প্রাধান্য (উৎকর্ষ) লাভ করে এবং বুদ্ধিবৃত্তি ভোগ্য বিষয়কে উপভোগ করার মিথ্যাজ্ঞান থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তখন সচেতন পুরুষ প্রকৃতির পরিণাম (বিকার) গুলির সাথে মিথ্যা অভিন্নতাবোধকে পরিহার করে নিজেকে স্বতন্ত্র (স্ব-স্বরূপে অবস্থান) করে। সুতরাং, তখন পুরুষ ত্রিগুণের বিষয়কে (সুখ দুঃখাদি বিষয়কে) তার নিজের বলে মনে করে না এবং এগুলিকে ভোগ করা থেকে বিরত থাকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 639 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কারিকা-৫৯ তে, প্রকৃতির কার্যকলাপকে (সৃষ্টি) একজন নর্তকীর কার্যকলাপের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, যেমন একজন নর্তকী দর্শকগণকে নৃত্য দেখিয়ে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের সামনে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে নিবৃত্ত হয়। আবার, কারিকা-৬১ তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রকৃতে সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।'[৫] অর্থাৎ প্রকৃতির থেকে অধিক কোমলস্বভাবা বা লজ্জাশীলা আর কেউ নেই। এই কারণে প্রকৃতি যখন জানতে পারে যে - 'আমি পুরুষ দ্বারা দর্শিত হয়েছি', তখন সে পুরুষের দর্শনপথে পুনরায় ফিরে আসে না। কিন্তু কারিকা-৬২ তে বলা হয়েছে, যেহেতু পুরুষ অত্রিগুণ, নিষ্ক্রিয়, অপরিণামী ও কর্তৃত্বরহিত সেহেতু প্রকৃতপক্ষে কোন পুরুষই বদ্ধ হন না, মুক্ত হন না এবং সংসার (জন্মমরণ) প্রাপ্ত হন না। নানাবিধ শরীর আশ্রয়কারী প্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ হন, মুক্ত হন ও সংসার (জন্মমরণ) প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম, অধর্ম, অজ্ঞানতা, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও অনৈশ্বর্য - এই সাতটি ভাব দ্বারা প্রকৃতির বন্ধন ও সংসার প্রাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতির দ্বারাই প্রকৃতি নিজেই নিজেকে মুক্ত করে।

তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান হল এমন এক ধরনের জ্ঞান, যা বুদ্ধিতে আশ্রিত আটটি স্বভাবের (ভাব) মধ্যে একটি। কিন্তু, এই ধরনের জ্ঞান এমন এক চরম উপলব্ধি, যা সকল প্রকার জ্ঞানের অতিবর্তী এবং যা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বারংবার অভ্যাস মারফৎ উদ্ভূত হয়। একজন মানুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন) করলে সাক্ষাৎজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। বুদ্ধিই হল বিবেকজ্ঞানের আধার। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে বিবেকজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল বিশুদ্ধ (বিশুদ্ধম্), অবিমিশ্র (কেবলম্) ও নির্বিশেষ (অপরিশেষম্)। বাচস্পতি এই বিবেকজ্ঞানকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'নাঽস্মি, নামে, নাঽহমিতি'।[৬] অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ধারাবাহিক অভ্যাস বা অনুশীলন থেকে 'আমি জড়তত্ত্ব নই' (ন অস্মি), 'জড়তত্ত্ব গুলি আমার নয়' (ন মে), 'আমি জড়তত্ত্বের কর্ত্তা নই' (ন অহং) - এই প্রকার সংশয় ও ভ্রমরহিত (অবিপর্য্যয়াৎ) তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

কারিকা - ৬৭ অনুসারে, সাধারণ অবস্থায় পুরুষ কেবল দুঃখ ভোগ করে কিন্তু যখন বিবেকজ্ঞান (প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান) আবির্ভূত হয় তখন পুরুষ তার পূর্বের সম্পাদিত কর্মের (প্রারব্ধ কর্মের) প্রভাবে কিছুকাল জীবিত থাকে এবং সংস্কারবশত কুমারের চাকার ভ্রমণের মতো শরীর ধারণ করে কিছুকাল অবস্থান করে। একজন শরীরধারী মুক্তপুরুষের তার দেহের সাথে কোন প্রকার সংযোগ থাকে না এবং তাই এই অবস্থায় আর নতুন কর্মের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যখন মুক্ত পুরুষের স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীর উভয়ই বর্তমান তখন 'জীবন্মুক্তি' সম্ভব। অর্থাৎ শরীর থাকাকালীন এই মুক্তি হয়ে থাকে। একে 'জীবন্মুক্তি' বলে। এই অবস্থায় ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যান্তিক নিঃবৃত্তি হয়। তারপর প্রারুদ্ধ কর্মের ক্ষয়ে দেহের বিনাশ হলে পূর্ণমুক্তি হবে — অর্থাৎ ঐ বিবেকবান পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির আর সম্বন্ধই হবে না। একে বিদেহমুক্তি বলে।[৭] অতএব, যখন মুক্ত পুরুষের কেবলমাত্র সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান তখনই 'বিদেহমুক্তি' সম্ভব হয়। সকল প্রকার শরীর থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হলে তবেই পুরুষের চূড়ান্ত ও পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি সম্ভব। গৌড়পাদ বলেছেন যে, এই অবস্থাটি হল 'পুরুষের একাকী (কেবল) অবস্থা'। তার মতে, যখন সকল স্বভাব নিঃশেষ হয়ে যায় তখন সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের আর অস্তিত্ব থাকে না এবং তখন পুরুষ (আত্মা) তার শরীর (দেহ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যুক্তিদীপিকা অনুসারে, এটি হল কৈবল্য, যা 'লঘু' অর্থাৎ সবকিছুই ব্যাপক, এর চেয়ে ভালো কিছুই নেই (নিরতিশয়) এবং কৈবল্য অন্যদের দ্বারা বোধগম্য হয় না।

তার মানে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান (বিবেকজ্ঞান) প্রাপ্তির পরেও স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর নিয়ে জীবন্মুক্ত পুরুষরূপে মানুষ বেঁচে থাকে, যতদিন না তাঁর পূর্বের কর্মফলের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ না হয়। অতঃপর সে কেবল সূক্ষ্মশরীরযুক্ত বিদেহমুক্ত পুরুষরূপে বিদ্যমান থাকে। তাকে বিবেকজ্ঞান অর্জন এবং স্থূলশরীর বিনাশের পরেও বিশুদ্ধ চেতনার অবস্থা 'চরম মুক্তি' (পরম পুরুষার্থ) প্রাপ্তির জন্য 'প্রলয়' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কারণ তাঁর সূক্ষ্ম শরীরগুলি প্রলয় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অতএব, পুরুষ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মুক্তি (সকল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মফল থেকে মুক্তি) লাভ করতে সক্ষম হয় কয়েক প্রকার শরীর অধিকার করার মাধ্যমে স্থূলশরীর ও সুক্ষ্মশরীর উভয়ই অথবা কেবলমাত্র সূক্ষ্মশরীর। কিন্তু সকল প্রকার শরীরের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত পুরুষের চরম মুক্তির (পরম পুরুষার্থ) প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 639 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশুদ্ধ চেতনার অবস্থা (কৈবল্য) প্রাপ্তির জন্য একজন পুরুষকে নির্ভর করতে হয় প্রকৃতি ও ব্যক্তির সম্মিলিত সকল প্রচেষ্টার উপর। কারণ প্রলয়ই কেবলমাত্র তার সূক্ষ্মশরীরের সাথে অন্য সকল ব্যক্তিসত্তার সূক্ষ্ম শরীরগুলির অস্তিত্ব একত্রে বিনাশ করতে পারে। সুতরাং কৈবল্যপ্রাপ্তি (বিশুদ্ধ চেতনার অবস্থা) হল বুদ্ধির দ্বারা আলোকিত চেতনার অবস্থা থেকে বিশুদ্ধ চেতনায় উত্তরণ। এই অবস্থায় পুরুষ নিছক চেতনা থেকে তার মানবিক পরিচয় হারায় এবং আত্ম-প্রকাশক জ্ঞান হিসাবে জ্বলজ্বল করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি অন্বেষণ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরকৃষ্ণ 'মুক্তি' এবং 'কৈবল্য' এর মধ্যে একটি পার্থক্য করেছেন। মুক্তি আবার দুটি পর্যায়ে প্রাপ্ত হতে পারে - জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি। জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত মুক্তিকেই জীবন্মুক্তি বলা হয়। এই অবস্থায় চেতনার দ্বারা আলোকিত পুরুষের একটি স্থুলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান থাকে। যখন জীবন্মুক্ত পুরুষের স্থুলশরীরের বিনাশ হয় তখন সে বিদেহমুক্তির অবস্থা লাভ করে। এই অবস্থায় চেতনার দ্বারা আলোকিত পুরুষের একটি সূক্ষ্মশরীর বিদ্যমান থাকে। বিদেহমুক্ত পুরুষ প্রলয়কাল পর্যন্ত টিকে থাকে। কারণ একমাত্র প্রলয়কালেই তার সূক্ষ্মশরীরের বিনাশ ঘটে। প্রলয়কালে তাঁর সূক্ষ্মশরীরটি অব্যক্তে বিলীন হয়ে কৈবল্যের জন্ম দেয়। কারণ, তখন চিরশুদ্ধ পুরুষ অব্যক্ত থেকে পুরোপুরি ভাবে নিজেকে পৃথক করে বিশুদ্ধ চেতনারূপে জ্বলে ওঠে।

সাংখ্যের মুক্তির ধারণাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তা থেকে আরো একটি খোঁজ মিলেছে যে, ত্রিবিধ যোনি (দৈব যোনি, মনুষ্য যোনি ও তৈর্যক যোনি) এর উপর ভিত্তি করে সাংখ্য আচার্যগণ দুঃখের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তা মহাবিশ্বের আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধিতা করে। কারণ এই মহাবিশ্বে দৈব যোনি ব্যক্তিসত্তার উপস্থিতির কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। স্বভাবতই, দৈব যোনির অন্তর্গত ব্যক্তিসত্তার কাছ থেকে দুঃখ পাওয়ার কোন সুযোগই নেই। সেইহেতু, আধিদৈবিক প্রকারের কোন দুঃখের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তদুপরি, একইকারণে, দৈব যোনির অস্তিত্ব না থাকার দরুন মনুষ্য যোনি থেকে দৈব যোনিতে রূপান্তর অসম্ভব। যদিও এই অনুসন্ধানমূলক যুক্তিটি বৈধ বলে মনে করা হয়, তথাপি সাংখ্য চিন্তাধারার সমগ্র ব্যবস্থাকেই বাতিল বলে গণ্য করা চলে না। কেননা, দৈব যোনির অনুপস্থিতিতেও ধার্মিক ও অধার্মিক মানুষের মধ্যেও ভালো এবং খারাপ কর্মের ভিত্তিতে মনুষ্য ও তৈর্যক যোনির ব্যক্তিসত্তার মধ্যে রূপান্তর অব্যাহত থাকতে পারে।

Reference:

১. সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র, পৃ. ৪
২. সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড), ভট্টাচার্য, রজত, পৃ. ৫৪
৩. সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র, পৃ. ২২৯
৪. সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড), ভট্টাচার্য, রজত, পৃ. ৩৬
৫. সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র, পৃ. ২২৭
৬. সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র, পৃ. ২৩২
৭. সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন, বন্দ্যোপাধ্যায়, কণকপ্রভা, পৃ. ২৮

Bibliography:

গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৮২
বন্দ্যোপাধ্যায়, কণকপ্রভা, সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, কলকাতা, ১৯৮৪
বেদান্তচঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যচার্য, পূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, কলকাতা, ১৯৮৩
ভাবঘনানন্দ, স্বামী, সাংখ্যকারিকা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা–৩, ২০০০
ত্রিপাটী শাস্ত্রী, শ্রী যদুপতি, যুক্তিদিপীকা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৪
চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রচন্দ্র, সাংখ্যকলিকা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা–৭৩, ২০১১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 639 - 644
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভট্টাচার্য, রজত (অনুবাদ), সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড), প্রগতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা-৭৩, ২০১১

বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা-৭৩, ২০১০

মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলিকাতা-৭৩, ২০১৫

ঘোষ, গোবিন্দচরণ, ভারতীয় দর্শন, মিত্রম্, কলিকাতা-৭৩, ২০২১